



## রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি অনন্য প্রতিভা। যিনি একাধারে একজন রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, লেখক, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সদালাপী মানুষ হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। জালিম আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর কারাগারে ফাসির মধ্যে শাহাদাত বরণ করেন ইসলামী আন্দোলনের এই অগ্রসেনানী। আজীবন লালিত শাহাদাতের স্বপ্ন পূরণ করে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা চলে গেছেন তাঁর প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে। তাঁকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে। তারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতাকে ফাসি দেয়ার ন্যক্তারজনক নজির আওয়ামী লীগই প্রথম স্থাপন করলো। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ আবারো প্রমাণ করলো তারা আইনের শাসন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও পরমত্বসহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করে না। শুধুমাত্র আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করার জন্য তারা দফায় দফায় আইন পরিবর্তন, মিথ্যা অভিযোগ ও সাক্ষী জালিয়াতি করে স্তুতি করে দিয়েছে বিশ্ববিবেককে।

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে হত্যা করা হয়েছে-এমনই দাবি আজ তার আইনজীবী, পরিবার, দেশের জনগণ, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল ও বিভিন্ন সংস্থাসহ সচেতন বিশ্ববাসীর। কথিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গত ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও শাহবাগের কথিত গণজাগরণ মধ্যের অন্যায় ও বেআইনী দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইন সংশোধনের মাধ্যমে আপিল করে সরকার। আপিল বিভাগের বিভক্ত রায়ের ভিত্তিতে ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর রাতে তড়িঘড়ি করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁকে ফাসির নামে হত্যা করা হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধের কথিত অভিযোগে আটক, ক্ষাইপি কেলেংকারী, আদালত প্রাঙ্গণ

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা | ০১

থেকে সাক্ষী অপহরণ, দলীয় লোক দিয়ে তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশন টিম গঠন, তদন্তের নামে সময়ক্ষেপন ইত্যাদি পুরো বিচার প্রক্রিয়াকেই প্রশংসিত করেছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, মানবাধিকার সংগঠনসমূহের অনুরোধ উপেক্ষা করেই ফাঁসি কার্যকরের নামে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করে এই জালিম সরকার। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য ফাঁসি দেয়ার আগে তাঁকে সকল আইনী সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সুন্নীমকোটের আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ করার সুযোগটুকুও দেয়া হয়নি আমাদের প্রিয় নেতাকে। তিনি জেনেও যেতে পারেননি, কী কারণে তাঁর রিভিউ আবেদন খারিজ হয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ রায় বের হওয়ার পূর্বেই তাঁকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজেট সরকার। শুধুমাত্র সরকার তাঁকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর পরিবারকে লাশ পর্যন্ত দেখতে দেয়া হয়নি, পাশে থাকতে দেয়া হয়নি দাফনের সময়। পরিবারের সদস্যরা যখন গ্রামের বাড়িতে প্রাণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন আওয়ামী লীগের গুপ্ত বাহিনী অত্যন্ত বর্বরচিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালায়, পুলিশ প্রশাসন তাঁর পরিবারকে সহযোগিতার পরিবর্তে উল্টো তাঁর পরিবারের ১৬ জন সদস্যকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তারা চেয়েছিল আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে। কিন্তু শহীদের প্রতিটি রক্তের ফোটার বিনিময়ে এই দেশে ইসলামের পতাকা উত্তোলন হবেই, মানুষ পাবে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ, ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন, “তারা মুখের ফুৎকারে ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে প্রজ্ঞালিত করে রাখবেন, যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না।”

### জন্ম

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ১৯৪৮ সালের ২ ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলাত্ত্ব সদরপুর উপজেলার চর বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের জরিপের ডাংগি গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সানাউল্লাহ মোল্লা ও মাতার নাম বাহেরেন্সো বেগম। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার পিতা মাতা পরবর্তীতে সদরপুরের আমিরাবাদ গ্রামে বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন। শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা ছিলেন নয় ভাইবোনের মাঝে চতুর্থ।

### শিক্ষা জীবন

শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৫৯ ও ১৯৬১ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে আমিরাবাদ ফজলুল হক ইনসিটিউট থেকে তিনি প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৬৬ সালে ফরিদপুরের বিখ্যাত রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ক্রিত্ত্বের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৮ সালে তিনি একই কলেজ থেকে বিএসসি পাস করেন। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে এরপর তাঁকে শিক্ষকতা পেশায়



২০০৮ সালে ঢাকা মহানগরীর দেমরা থানা আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা